UNIVERSITY DEPARTMENT OF BENGALI

BINOD BIHARI MAHTO KOYLANCHAL UNIVERSITY
DHANBAD

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph.D DEGREE

# : TITLE :

# আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে আত্ম-সমাজ – সাংস্কৃতিক ও লৌকিক অনুষঙ্গ

(AFSAR AMEDER KATHASAHITYE ATMA-SOMAJ — SANSKRITIK O LOUKIK ANUSANGA)

RESEARCH SCHOLAR

REHANA KHATUN

Assistant Professor, Department of Bengali

Taki Government College

Taki, North 24 Parganas, 743429 (W.B)

SUPERVISOR

Dr. RATNA KUMAR

Assistant Professor, R.S. More College, Govindpur

Under B.B.M.K.U., Dhanbad

গবেষণার বিষয় (Objective of Research)

**আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে আত্ম-সমাজ – সাংস্কৃতিক ও লৌকিক অনুষঙ্গ**

(AFSAR AMEDER KATHASAHITYE ATMA-SOMAJ — SANSKRITIK O LOUKIK ANUSANGA)

গবেষকের নাম (Name of the Research Scholar): Rehana Khatun

Signature of the SUPERVISOR

Signature of the RESEARCH SCHOLAR

## ১. ভূমিকা (Introduction):

আজকের বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা পল্লবিত করে তুলেছেন, যাঁরা বাংলা কথাসাহিত্যের ভূগোলকে বিস্তৃতি দিয়েছেন সেই স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, আবুল বাশার, নলিনী বেরা প্রমুখ লেখকরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাহিত্য জগৎ ও দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। আফসার আমেদও (৫ এপ্রিল ১৯৫৭ - ৪ আগস্ট ২০১৮) এই গোত্রের লেখক। উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হলেও তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। মূলতঃ  কিস্‌সা জাতীয় উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। আর এই আখ্যানের মূলে আছে মুসলমান সমাজ জীবনের ভিতর ও বাইরের কথা। তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্পেরও প্রেক্ষিত হয়েছে বাংলার মুসলমান সমাজ। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন— "জন্মগতভাবে আমি মুসলমান, আমি মুসলমান সমাজেই বড় হয়েছি। অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন।... মুসলমান সমাজ আমার লেখায় এসেছে মানবিক অন্তর্মূল সন্ধানের দিক থেকে।" মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি-লোকজীবনের নিজস্বতা আফসার আমেদের সাহিত্যে অনায়াসে প্রতিফলিত। আছে ধর্মীয় বিধিনিষেধের কথা, নারীর অসহায়তার কথা। এই সমাজের অন্তর্গত হয়ে স্বসমাজকে লেখক আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে যেভাবে তুলে ধরেছেন তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে এই গবেষণায়।

## ২. বিষয় নিরূপণ (Statement of the Subject):

বাঙালি মুসলমানদের জীবনের অনুসন্ধান করতে হলে বাঙালি জাতির গভীরতর তলদেশ পর্যন্ত শিকড় খুঁজতে হবে। এদের প্রকৃত স্বভাব লুকিয়ে আছে এদের লৌকিক জীবনের মধ্যে। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ সেই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন এই সমাজের অন্তরালের কথা— পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান, ধর্মীয় বিধিবিধান, শিক্ষাপ্রসঙ্গ। এই দিকগুলিকে তিনি তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পের পরতে পরতে বয়ন করেছেন।

ক্ষমতার অপব্যবহার, বহুবিবাহ, বহুগামিতা, কুসংস্কার, সামাজিক বিধিব্যবস্থা তাঁর বিভিন্ন রচনায় ধরা পড়েছে। কখনও কখনও ধর্মের প্রশ্রয়ে বা ধর্মকে ভুল পথে চালিত করার মধ্যেই কোনো কোনো আত্মসর্বস্ব মানুষের এমন মানসিক অসুখ হতে পারে যে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্যকে সার্বিকভাবে আঘাত করতেও বিচলিত হয়না এবং তা ক্রমে রূপ নেয় শোষণের এক অতিকায় আগ্নেয়গিরির। শোষণের বহুমাত্রাও তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত। তিনি বলেছেন— "আমি এই মানুষদের মধ্যে স্বাধীন মানুষেরই অনুসন্ধান করেছি। কোনো বাধা তাদের কতখানি যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে, পরাধীন করে রাখছে, তার কথা বলে যেতেই হবে আমাকে।" সাহিত্যের মোড়কে সমাজ-সত্যকে লেখক প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে সমাজ-সত্যের সেই রূপ যা ছিল অন্তরালে তা প্রকাশ্যে আনাই এই গবেষণার মুখ্য সমস্যা।

## ৩. বিষয় অনুসন্ধান (Subject to be investigated):

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ তাঁর সাহিত্যে মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি-লৌকিক জীবনকে যেভাবে প্রণয়ন করেছেন, তা ফিরে দেখাই আমাদের গবেষণার মূল বিষয়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমান সমাজ, এই সমাজের অনগ্রসরতার কারণ, প্রকৃত শরীয়তী বা ধর্মীয় বিধান, পালনীয় ধর্মীয় বিধান- যা চাপিয়ে দেওয়া এবং সমাজ অগ্রগতির হাতিয়ার— এই গবেষণার অন্যতম মুখ্য অনুসন্ধানের বিষয়।

## ৪. গবেষণার লক্ষ্য (Object of the Research):

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ শতাংশের মতো মুসলমান বসবাস করলেও তার অনস্তিত্ব অপরিচয় ও অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি ও আড়ালটাই বেশি চোখে পড়ে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের জগতে তারা গরহাজির। যে শ্রেণীর ভেতর থেকে এইসব শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা উঠে আসবেন প্রকৃত অর্থে সেই মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান

শ্রেণীই তৈরি হলনা। যেটা সত্যিই আক্ষেপের বিষয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে যাদেরকে বোঝানো হয়, তারাও শিক্ষা গ্রহণ করে স্বজাতিকে অগ্রগতির পথে না নিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে। আত্মোন্মোচনের ব্যাপক পরিমণ্ডল তৈরি হয়নি। আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে মুসলিম সমাজের এই কাহিনিকে পরিবেশন করেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের অন্যতম উদ্দেশ্য।

## ৫. পূর্ব অনুমান (Hypothesis):

বিশ শতকের সত্তরের দশক পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা অভিসন্দর্ভে বাঙালি মুসলমান সমাজকে আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের মাধ্যমে পুনরায় বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হবে। এই সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত, লোকসংস্কৃতিগত দিককে উপন্যাস ও ছোটোগল্পের নিরিখে দেখা হবে। পর্দাপ্রথা তথা বোরখা পরিধান, তালাক প্রসঙ্গ, নারীশিক্ষা, সমাজের অন্ধসংস্কার, বহুবিবাহ— পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই বিষয়গুলি বোঝার চেষ্টা করা হবে।

## ৬. গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (Research Design and Methodology):

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রথমে বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে (Descriptive Method) উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্যে নিহিত সমাজ মানসকে তুলে ধরা হবে। পরবর্তী স্তরে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির (Analytical Method) মাধ্যমে সমাজসত্য ও সাহিত্যসত্য দেখানো হবে।

গবেষণা নিবন্ধে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে অকাদেমি বানান অভিধান এবং ইংরাজী বানানের ক্ষেত্রে Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English- এর নির্দেশ মান্য করা হবে। সমস্ত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেই মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হবে। তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী রচনার কাজে MLA Handbook for Writers of Research Papers- এর নির্দেশ মান্য করা হবে।

গবেষণার অধ্যায় বিভাজন ও পরিকল্পনা পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

## ৭. তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ (Tools to be used in the Collection of Data and Analysis):

বর্তমান গবেষণা কর্মটি মুখ্যত সাহিত্যের টেক্সটের বিশ্লেষণ নির্ভর একটি প্রকল্প। তাই প্রয়োজন—

1. Data collection and Analysis (তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ)
2. Use Library (গ্রন্থাগারের ব্যবহার)
3. Purchased Books (গ্রন্থ ক্রয়)
4. Use the Internet through Computer/ Smart Phone and MS Word (আন্তর্জালিকের ব্যবহার)।

## ৮. সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব (Signaficance of the proposed work):

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষার অভাব, নারীদের বঞ্চনার দিক সত্যিই ভাবনার বিষয়। এই সমাজেরই একজন মানুষ হিসেবে সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। জাতির অগ্রগতির স্বার্থে গবেষণার বিষয় হিসেবে "আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে আত্ম-সমাজ – সাংস্কৃতিক ও লৌকিক অনুষঙ্গ" নির্বাচন করা হয়েছে।

## ৯. বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারের উপযোগিতা (Contribution of the Existing knowledge):

গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রথমেই থাকে জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় জন্ম নেয় গবেষণা। মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণসূত্রে দেখে আসছি এই সমাজের কিছু অন্ধকারময় দিক যা ধর্মীয় নিগড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রকৃত ধর্মীয় বিধান এবং সমাজের মৌলবী সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত নিয়ম— এই দুইয়ের মধ্যে তফাত বিস্তর। ধর্মশাসিত মুসলিম সমাজে নারীরা অবহেলার পাত্রী। শিক্ষার অঙ্গনে কিছু নারী এলেও সমগ্র নারীর সামাজিক অবস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি— যা হতাশাব্যঞ্জক। বুদ্ধিজীবী মানুষ তথা এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত লেখকগোষ্ঠীর স্বসমাজের প্রতি মনোভাব কেমন তা অনুসন্ধানে রত হয়ে পেয়েছি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার, সোহরাব হোসেন, আফসার আমেদের সাহিত্য। এঁদের প্রত্যেকেরই সাহিত্যচর্চার মধ্যে কম-বেশি এসেছে মুসলমান সমাজ জীবন। সারাজীবনের সাহিত্যচর্চায় তিনি যে সমস্ত উপন্যাস এবং গল্প লিখেছেন সেগুলিতে রয়েছে মুসলমান সমাজ জীবন ও মুসলিম মহিলাদের অন্দরমহলের যাপিত জীবনের কথা। আফসার আমেদের সাহিত্য যেন মুসলমান সমাজের পূর্ণাঙ্গ দলিল। তাঁর সৃজনশীলতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজ কতটা ধরা দিয়েছে বা সমাজের প্রতি লেখকের মনস্কতা কেমন তা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। ছোটো ছোটো কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ আছে। ‘গাধা’ পত্রিকার আফসার আমেদ সংখ্যাতে তার দেখা মেলে।

## ১০. ভবিষ্যতের সম্ভাবনা (Future Posibility):

প্রথমত, সমগ্র গবেষণা কর্মটিতে আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি-লৌকিক জীবনের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। পরবর্তীতে আফসার আমেদের সৃজনশীলতার অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে বিশ্লেষণ করার সম্ভাবনা থাকবে।

দ্বিতীয়ত, আফসার আমেদ ব্যতীত অন্যান্য কথাসাহিত্যিকের মুসলিম সমাজমনস্কতা নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ থাকবে।

তৃতীয়ত, এই গবেষণা কর্ম মুসলমান সাধারণ মানুষের কাছে সচেতনতার ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠবে। অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে আবৃত মুসলমান সমাজ মূলস্রোতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

## সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative Chapterization):

- ভূমিকা (Introduction):
- প্রথম অধ্যায় (First Chapter): আত্মপ্রত্যয়ে লেখকের নিজস্ব সমাজ
- দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter): আফসার আমেদের উপন্যাসে সমাজ আখ্যান—কিস্‌সা
- তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter): সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা—আফসারের ছোটোগল্প
- চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter): মুসলিম নারীর জীবন দর্পণ : গল্প-উপন্যাসে
- পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter): মুসলিম সমাজের অন্তরকথা : লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি
- উপসংহার (Conclusion) :

**তথ্যসূত্র (Reference):**

**গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography):**

ক। আকরগ্রন্থ (Primary Source):

খ। সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Source):

গ। পত্রপত্রিকা (Journals):

# মুখবন্ধ (PREFACE)

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে আফসার আমেদ (১৯৫৭-২০১৮) এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। এই উদার মানবিক লেখকের লেখার বৈশিষ্ট্য – বাস্তব, পরাবাস্তবের ভেতর অনায়াস যাতায়াত। তিনি আধুনিক রূপকথার মতোই বাংলা সাহিত্যে এনে দিয়েছেন মুসলিম সমাজের ভাষ্য। তাদের জীবনযন্ত্রণার কাহিনি ও সমাজের অন্দরমহলের কথা। তিনি ৩১ টি উপন্যাস ও শতাধিক ছোটোগল্প রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ রচনারই প্রেক্ষিত বাংলার মুসলমান সমাজ। পেয়েছেন ‘সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার’, ‘সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কার’, ‘লোককৃতি পুরস্কার’।

## সূচিপত্র (CONTENT)


- ভূমিকা
- প্রথম অধ্যায় - আত্মপ্রত্যয়ে লেখকের নিজস্ব সমাজ
- দ্বিতীয় অধ্যায় - আফসার আমেদের উপন্যাসে সমাজ আখ্যান—কিস্‌সা
- তৃতীয় অধ্যায় - সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা—আফসারের ছোটোগল্প
- চতুর্থ অধ্যায় – মুসলিম নারীর জীবন দর্পণ : গল্প-উপন্যাসে
- পঞ্চম অধ্যায় - মুসলিম সমাজের অন্তরকথা : লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি
- উপসংহার ।

## ভূমিকা:

স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন, সত্তর দশকের রাজনীতি ইত্যাদি থেকে সরে এসে সাহিত্যের অঙ্গনে এক আশ্চর্য জগতের আবির্ভাব ঘটে। সে জগতের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাস্তবতা-অবাস্তবতা পূর্ব পরিচিত জগতের থেকে একেবারেই আলাদা। গ্রাম ও মফঃস্বলের মানুষের বিশেষত মুসলিম জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপও এই জগতের অন্তর্গত। গ্রামীণ মুসলমান সমাজ তথা মুসলিম জীবনের অন্দরের প্রত্যাশা, প্রত্যাখ্যান, আলো, অন্ধকার দিক সাহিত্যের আঙিনায় নেই বললেই চলে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার প্রমুখ লেখক মুসলমান সমাজ জীবন, মুসলিম মহিলাদের অন্দরমহলের যাপিত জীবনের কথা বললেও স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছেন কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ (১৯৫৭-২০১৮)। মুসলমান বাঙালির জীবনে অনেকরকম রূপকথা, কিস্‌সা, গুজব, কল্পকাহিনি যা ছড়িয়েছিল আনাচে কানাচে তা তিনি একত্রিত করতে থাকেন।

প্রথম জীবনে কবিতা দিয়ে শুরু করলেও অচিরেই তিনি গদ্য লিখতে শুরু করেন। প্রাতিষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক— সবরকম কাগজেই তিনি লিখেছেন। তবে মূলত তিনি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'বারোমাস', 'সারস্বত' ইত্যাদি পত্রিকাতে তিনি গল্প লিখেছেন। যখন নবম শ্রেণিতে পড়েন তখন থেকেই তাঁর শখ ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় বিয়ের গান সংগ্রহ করা। ১৯৭৮ সালে প্রায় দু-শতাধিক বিয়ের গান নিয়ে একটি সুদীর্ঘ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়। নাম 'মুসলমান অন্দরে বিয়ের গীত'। এই কাজই তাঁকে পরিচিতির আসরে নিয়ে আসে। ১৯৮০ সালে প্রথম উপন্যাস 'ঘরগেরস্তি' প্রকাশিত হয় 'শারদীয়া কালান্তর'-এ। এরপর একে একে 'বসবাস' (১৯৮৮), 'সানু আলির নিজের জমি' (১৯৮৯), 'আত্মপরিচয়' (১৯৯০), 'স্বপ্নসম্ভাষ' (১৯৯১), 'খণ্ড-বিখণ্ড' (১৯৯২), 'অন্তঃপুর' (১৯৯৩), 'ধানজ্যোৎস্না' (১৯৯৩), 'সঙ্গ-নিসঙ্গ' (১৯৯৪), 'ব্যথা খুঁজে আনা' (১৯৯৪) উপন্যাস রচনা করেন। এরপর এই নিভৃতচারী লেখক কিস্‌সা জাতীয় উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' (১৯৯৫) দিয়ে এই সিরিজের যাত্রা শুরু আর শেষ হয় 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'-র মধ্যে দিয়ে। এই কিস্‌সা সিরিজে আছে ছয়খানি উপন্যাস। সেগুলি হলঃ 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' (১৯৯৫), 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশ জন লোক' (১৯৯৬), 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' (১৯৯৮), 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' (২০০৩), 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' (২০০৭), 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' (২০১০)। এই উপন্যাসগুলিতে বাঙালি মুসলমান রমণীদের সামাজিক অবস্থানের কথা আছে, আছে এই সমাজের সংস্কৃতি, লোকাচার, ধর্মীয় নিগড়ের কথা। এছাড়া তিনি শতাধিক ছোটোগল্প রচনা করেন। আর আছে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ। লেখক হরি মেটোয়ানির সিন্ধি উপন্যাসের অনুবাদ করেন 'আশ্রয়' নামে। উর্দু ঔপন্যাসিক আব্দুস সামাদের 'দো গজ জমিন' উপন্যাসের অনুবাদও করেছেন 'সাড়ে তিন হাত ভূমি' নামে। শুধু তাই নয়, তাঁর 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন ২০০২ সালে 'আমার ভুবন' নামে এক সিনেমা করেন। যা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

আফসার আমেদের এইসব রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে মুসলিম সমাজ জীবনের নিজস্ব বাস্তবতা। মূলত বাস্তবের এক পরাবাস্তব রূপের মধ্যেই তিনি বাস্তবের কঠিন কাঠামোগুলোকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। ফ্যান্টাসি, উদ্ভটত্ব, অতি বাস্তবতা, অলৌকিকতা সব মিলিয়ে আখ্যানের এক নতুন রূপ। ধর্মীয় মৌলবাদ, রাষ্ট্রীয়

মৌলবাদ, যৌনতার মৌলবাদ সবকিছুকে তিনি কৌশলে আক্রমণ করেন। মানবতাবিরোধী সমস্ত নীতির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন তিনি।

## প্রথম অধ্যায় :

## আত্মপ্রত্যয়ে লেখকের নিজস্ব সমাজ :

বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও জনজীবন নিয়ে খুব বেশি রচনা পাওয়া যায়না। এই ভাবনা থেকেই আফসার আমেদ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে মুসলমান সমাজ ও বহু মুসলিম চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশারের মতো তিনিও প্রধানত মুসলমান সমাজ নিয়ে তাঁর সাহিত্যের ডালি সাজিয়েছেন। ১৯৮৮ সালে 'সোমেন চন্দ স্মারক পুরষ্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় তাঁর পরিচিতি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল 'বাংলার মুসলমান সমাজ আফসারের কথাসাহিত্যের মূল ভিত্তি'। বিশেষত গ্রামীণ মুসলমান নারীর অবস্থান, অর্থনৈতিক, সামাজিক শোষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, রক্ষণশীল সমাজের হালহকিকত প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যের মূল কাঠামো তৈরি করেছে। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন— "জন্মগতভাবে আমি মুসলমান, আমি মুসলমান সমাজেই বড় হয়েছি। অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন, আমি যাঁদের জানিনা তাঁদের কথা লিখব কেমন করে। তাছাড়া এই জীবন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সামান্যই। মুসলমান হিসাবে নই, আমার প্রতিবেশীর প্রতিফলন আমার লেখার উপাদান।"

স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত আফসার আমেদ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে সেই সম্প্রদায়কে বারবার সর্বসাধারণের সামনে নিখুঁত কথাশিল্পে পরিবেশন করেছেন। মূলতঃ হুগলী, মেদিনীপুর, হাওড়া এবং তথাকথিত কলকাতার কিছু মফঃস্বল এলাকার মুসলিম সমাজের চিত্র পরিস্ফুটিত হলেও সমগ্র মুসলমান সমাজের অন্তর্গত চেতনাকে তিনি উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। মুসলিম সমাজ সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু হলেও যেকোনো পাঠক সাহিত্য পাঠ করার পর তাঁর চিত্রিত চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন— লেখকের মুসলিম সমাজ নিরপেক্ষতার জন্য। সমাজ নির্ধারিত ধর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হননি বরং ধর্মের নামে ধর্মান্ধতার কথা তুলে ধরেছেন। আবার নারীর অসহায়তা, নির্যাতনের ভয়াবহতা আঁকতে গিয়ে ভয়ংকর প্রতিবাদে সামিল হননি কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে প্রতিবাদটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— "পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির গড়ে ওঠার সমস্যা আজকের নয়, বহুদিনের। মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে সাধারণ মাধ্যমকে আশ্রয় করে পরিপুষ্ট হয়, তার বাতাবরণ তৈরি করতে পারেনি আজও মুসলমান জনগোষ্ঠী, যা বহুদিনের সমাজ-সংস্কার শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যক্তিবিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অর্জন করতে হত। সেই প্রক্রিয়া ছিল না বলে আজ এই সঙ্কট।"

সমাজ অগ্রগতির অন্তরায় উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। অশিক্ষা ও ধর্মীয় কুসংস্কার বিনাশের কথা বলেছেন। আর তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও স্কুল-কলেজে এই সমাজের মানুষের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। যেটুকু হচ্ছে সেটুকু ছেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। শিক্ষিত মেয়েদের দেখা মেলা ভার। মুসলিম সমাজের এই নানা তথ্যাদিকে আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যের

উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায় :

## আফসার আমেদের উপন্যাসে সমাজ আখ্যান— কিস্‌সা :

একাধিক মননের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবিম্বিত হয় উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে। ঔপন্যাসিককে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেশ ও কাল, তাঁর সময় ও সমাজ এবং ব্যক্তিমানস সম্পর্কে সহস্র সম্পর্কের জটিল সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করতে হয়। উনিশ শতকের আচ্ছন্নতার প্রভাব কালের প্রবাহে পেরিয়ে এসে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এক নতুন মানসিকতার ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়েছে। দেশভাগের পর যে বাঙালি মুসলমানদের একাংশ মধ্যবিত্তের স্বভাব নিয়ে জেগে উঠেছিল, তাদের অস্তিত্ব গঠনের প্রয়াস যেন ধর্মের স্রোতে গা ভাসিয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এখন আমরা যে অত্যল্প অংশকে দেখতে পাই, তারা নানা জটিলতার আবর্তে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নিয়ে নিজস্ব মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কখনও তারা উচ্চমহলের ধর্মীয় আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে অথবা রাজনৈতিক আশ্রয়কে আলিঙ্গন করছে। ফলে ধর্ম ও রাজনীতি নিরপেক্ষ রকম যোগ তৈরি করছে না তাদের সঙ্গে বৃহত্তর মুসলমান সমাজের। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার সংসার থেকে, তার সমাজ থেকে অথবা তার নিজের বিবেক থেকে। আর এই সমাজেরই কথা তুলে ধরেছেন আফসার আমেদ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন সংযোজন কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাস। তিনি বলেছেন— “কিস্‌সা সিরিজের আমার লেখাগুলিতে আখ্যানের নতুন ধরণ আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি। আর এসেছে মুসলমান সমাজজীবন,...”।

‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা’ উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন মুসলিম সমাজের যৌন বিকৃতির বিষয়। তালাকের রসিকতায় একটি নারী ক্রমশ কীভাবে পুরুষের হাতে ঘুরতে থাকে তারই বহিঃপ্রকাশ এই উপন্যাসটি। মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবারের সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মতো গতানুগতিক মানসিকতা দেখা যায় ‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’ উপন্যাসে। এই উপন্যাসে এক সুবিধাভোগী, ভণ্ড, শঠ, স্বার্থপর চরিত্র মালু খাঁ মৌলবী কর্তৃক তার এলাকাসহ দশ বিশটা গ্রাম কীভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষিত হচ্ছে তার পঙ্গু পরিণতিকে নির্লজ্জভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেটিয়াবুরুজকে আশ্রয় করে ‘মেটিয়াবুরুজের কিস্‌সা’ রচিত হলেও তা কিন্তু মেটিয়াবুরুজে সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয়ে উঠেছে বিশ্বের যেকোনো দেশের মুসলমান সমাজের কাহিনি। কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসগুলি এইভাবে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির দলিল হয়ে উঠেছে। কেবল কিস্‌সা নয়, অন্যান্য উপন্যাসেও তিনি স্বসমাজকে রূপায়িত করেছেন স্বভাবনায়। মুসলিম পিতৃতন্ত্রের ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের যে জটিলতা তা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ‘আত্মপরিচয়’ উপন্যাসে। বিবাহ-বিচ্ছেদজনিত সমস্যার আর এক চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর ‘ধানজ্যোৎস্না’ উপন্যাসে। ইসলামের নির্দেশ এক স্ত্রী। তবে অনুমোদন পেয়েছে চার স্ত্রী কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে। এই বিষয়ই রূপায়িত হয়েছে ‘দ্বিতীয় বিবি’ উপন্যাসে।

## তৃতীয় অধ্যায় :

## সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা—আফসারের ছোটোগল্প :

আফসার আমেদের ছোটোগল্পের পরিধি— আফসার আমেদের ছোটোগল্প (১৯৮৯), প্রেমে অপ্রেমে একটি বছর (১৯৯৫), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯৮), পঞ্চাশটি গল্প (২০১১)। গল্পগুলি লেখকের অভিজ্ঞতার ফসল হয়ে উঠেছে। সমাজের সমস্যা, অর্থনৈতিক দিক, মুসলিম মেয়েদের দুর্দশা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার কথা, মুসলিম সমাজের লোকাচার গল্পগুলিতে উপস্থিত। স্বাধীনতার পরে এতগুলো বছর কেটে যাওয়ার পরেও যে প্রান্তিক মানুষের আর্থিক অবস্থার সেরকম পরিবর্তন হয়নি, দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জোগাড় করাটাও যে তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে— এই সহজ সত্যটা তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পে একটা নতুন ধরনের ক্রূর নিয়তির অমোঘ প্রভাব খেলা করে বেড়ায়। তাঁর পাত্রপাত্রীরা সেই ক্রূর নিয়তির ষড়যন্ত্রে হাতের পুতুল ছাড়া কিছুই নয়। এই ক্রূর নিয়তি হল অর্থ। পরিবর্তমান গ্রামীণ সমাজ জীবনে অর্থের জোগান ও অর্থহীনতার বিরুদ্ধে নিরন্তন সংগ্রাম তাঁর বেশিরভাগ গল্পের কাহিনি হিসাবে ধরা দেয়।

'জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন', 'ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত?', 'হাসিনার পুরুষ', 'খরা', 'তেঁতুল গাছ', 'জিন্নত বেগমের দিবস রজনী' প্রভৃতি গল্প হয়ে উঠেছে মুসলিম সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের বিশ্লেষক। তবে পুরুষ মানুষ কেবল নয় নারীরাও অর্থের জন্য বিভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করে। চালের ব্যবসা করে সংসার জীবন নির্বাহ করতে দেখা যায় জিন্নত বেগম, হাসিনাদের। কৃষি এখানে অর্থনীতির মূল উৎস- গ্রামীণ জীবনের সমৃদ্ধি, শান্তি, আনন্দের রসদ। অর্থনীতির খরা প্রবেশ করে এই গ্রামীণ জীবনকে তথা অর্থনৈতিক দিককে কীভাবে বিপর্যস্ত করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপও তুলে ধরতে ভোলেননি। অর্থনীতির এই ভাঙ্গা গড়াতে ভাঙতে থাকে দাম্পত্য সম্পর্কগুলো। অন্দরে নারী হতে থাকে অধিক বঞ্চনার শিকার। শিক্ষার অভাব এবং বিধিনিষেধের চাপে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে নারীমন। সমাজ এগিয়ে চলে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে। কিন্তু মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর কোনো অবদানকে স্বীকার করতে চায়না।

## চতুর্থ অধ্যায় :

## মুসলিম নারীর জীবন দর্পণ : গল্প-উপন্যাসে :

মানবসমাজ গঠনের সেই আদিলগ্ন থেকেই চলে এসেছে নরনারী তথা নারী পুরুষের সামাজিক বৈষম্য। পুরষের দাসত্বের ঘেরাটোপমুক্ত, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা সেভাবে পাওয়া যায়না। গ্রামীণ মুসলমান সমাজে তো নয়ই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মুসলমান নারীদের সামাজিক অবস্থান ও তাদের জীবন চিত্রণের চালচিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন আফসার আমেদ তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পতে। যদি কোনো নারী তার বিবাহিত জীবন পরিচালক কোনো পুরুষের কাঙ্ক্ষিত চাওয়া পাওয়াকে মেটাতে অসমর্থ হয় তাহলে সেই পুরুষ 'তালাক' উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায়— যা মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরিচয়বাহী। এই দিকটিকেই ঔপন্যাসিক 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ক্রমাগত বিয়ে, তালাক, নিকা তালাকের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পুরুষ থেকে পুরুষে হাত বদল

হয়ে যাওয়া নারী জাহানের কথা আছে এই উপন্যাসে। ‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’ উপন্যাসে দেখা যায় নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মের দোহাই দিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলিম সমাজের একটি সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে অন্তঃপুরের নারীরা সুরক্ষিত থাকে বোরখার আড়ালে। কোনো পুরুষ কোনো নারীর রূপে আকৃষ্ট হলে সমাজ সেটিকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করে। পুরুষ কর্তৃক কোনো মেয়েকে ভালো লাগায় সেটাকে পুরুষের দোষ না ভেবে সমস্ত অপরাধ মেয়েদের উপরেই চাপিয়ে দিয়ে তাকে বোরখা দ্বারা আবৃত করা হয়। এরই উদাহরণ দেখা যায় ‘হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা’-তে। এখানে সুন্দরী ভিখারিনি রিজি নিজের রূপকে ঢেকে রাখে বোরখার আড়ালে যাতে কোনো পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট না হতে পারে।

এ তো গেল লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসে মুসলিম নারীদের অবস্থান। তাঁর ছোটোগল্প ভুবনেও রয়েছে মুসলিম নারীদের দুর্দশার কথা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই নারীরা ভোগের পাত্রী। তাদের ধর্মপালনও পুরুষের কাছে এক পুতুলখেলা। তারা কেবলমাত্র পুরুষের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তিরই শিকার। এমনই এক সত্যকে গল্পকার তুলে ধরেছেন তাঁর ‘রক্তলজ্জা’ গল্পে। মিথ্যা ভালোবাসাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হাসান ‘আল্লার কসম’ খায়। আর ফাতিমার কাছে এই ‘আল্লার কসম’ পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সাক্ষী। মুসলিম নারী অধিকাংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। ধর্মের নামে পরিচালিত কিছু বিধিবিধানের দ্বারা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলাম ধর্মে আছে যদি স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হয় তবে স্বামী পূর্ব স্ত্রীর মত নিয়ে বিয়ে করার অধিকার পায়। কিন্তু ‘নোঙর’ গল্পে দেখি হালিম পূর্ব স্ত্রীদের মত নিয়ে নয়, বরং তাদেরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বিয়ে করেছে। শিক্ষার অভাবে নারীরা সন্তান নিরোধক কাজকে পাপ কাজ বলে মনে করে। ‘সমুদ্রের নিলয়’ গল্পটিতে গল্পকার দেখিয়েছেন চোদ্দটি সন্তানের জননী লালমনকে (প্রথমা স্ত্রী) ছেড়ে স্বামী গহর আলি কন্যাসমা আলেয়াকে বিয়ে করে। মৌলবী সম্প্রদায় শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কীভাবে নারীদের উপর তাদের সব ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলো চাপিয়ে দেয় তারই বহিঃপ্রকাশ দেখি ‘দুই নারী’ গল্পে। মুসলিম নারীর অসহায় জীবন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যেভাবে এঁকেছেন গল্পগুলিতে তা অনবদ্য।

## পঞ্চম অধ্যায় :

## মুসলিম সমাজের অন্তরকথা : লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি :

আফসার আমেদ গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্রামীণ জীবনের সার্বিক পরিস্থিতির নিপুণ চিত্রকর। তাই সমাজের বাহ্যিক দিকের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজের অন্তর্লোকের বিচিত্র অনুষঙ্গ তুলে আনেন অনায়াসে। জীবনের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থটিতে তাঁর গ্রাম জীবনের অন্তর্লোকভেদের প্রচেষ্টা লক্ষনীয়। ‘মুসলমান অন্দরে বিয়ের গীত’- এমন গবেষণাধর্মী গ্রন্থের মধ্যেই রয়েছে সমাজের অন্দরমহলকে অনাবৃত করার প্রয়াস। যে অন্দরমহলে রোজ শোনা যায় রূপকথার গল্প, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন, মৌখিক ভাষারীতি, সুভাষণ এবং সংস্কারচ্ছন্নতার নানামুখী কোলাহল। বাংলাদেশের লোকসমাজে স্মরণাতীত যুগ থেকেই নানা গল্প, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও বিশিষ্ট বাকভঙ্গী ছড়িয়ে আছে। লোকসমাজে প্রচলিত এই লোকজ সাহিত্য সংস্কৃতির ভাণ্ডার শিষ্ট সাহিত্যের পাশাপাশি চিরকালই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। গ্রামীণ সমাজকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লোকজীবনের নানা উপাদানকে অঙ্গীভূত করেছেন তাঁর সাহিত্যে। ছড়া, প্রবাদ, লোকভাষা, লোকসংস্কারের বিবিধ প্রসঙ্গ

অনায়াসে স্থান পেয়েছে। লোকজীবনে নিজস্ব প্রক্রিয়ার ভেতর ধর্মপ্রচারক পীর-গাজীদের দেবতায় রূপান্তর করা হয়েছে এবং মৌলবীরা এই ধর্মমতগুলিকে আত্মস্থ করে মানুষের বিশ্বাস অর্জনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। আঁচলের টুকরো পুড়িয়ে বশীকরণ, মোরগ কোনো অর্ধনগ্ন নারীকে দেখে ফেলায় নারীর সতীত্ব নষ্ট, তালাকের মিথ্যা ব্যবহার প্রভৃতি অলৌকিকতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে লৌকিকতার জাল বিস্তার করেছে। কেবল লোকবিশ্বাস নয়, লোকজীবনভুক্ত গ্রাম্যকবিতা ও গান তাঁর বিভিন্ন লেখায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

"আমার নাম ননীবালা / দুধ দুই আমি দুইবেলা
গয়লা দিল সই / চইলতে গেলে পাছা নড়ে
চলকে পড়ে দই।" (জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন)

প্রবাদ-প্রবচনেরও বহুল প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন—

"যাকে দেখে করি ডর, সে হয় বিয়ের বর।" (আদিম)

গ্রামীণ মানুষের কথ্যভঙ্গীও অবিকলভাবে উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। সেখানে মেয়েলি কথনরীতি, গালিগালাজ, শ্লেষাত্মক কথাবার্তা দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন আফসার আমেদ। যেমন- 'যা ছেনালিপনা করিস না', 'বরের মন পাবি লো'।

## উপসংহার :

আফসার আমেদের সাহিত্য ভাবনার গোড়া থেকেই উঠে এসেছে পরিব্যপ্ত মুসলমান সমাজের নানা রূপকথার বাস্তব পরিচয়। ঊনবিংশ শতকের বহু পূর্ব থেকে সমাজে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সেইসময় থেকে সমাজ নির্দেশিত নানা নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, রুচি-শিক্ষা, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় যার ধারা বর্তমান এই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এসে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ধাক্কা দেয় এবং তার ফলে উদ্বেলিত মুসলমান সমাজের নানা তত্ত্বকথাকে আফসার আমেদ তাঁর সাহিত্য জগতে তুলে ধরেছেন।

মুসলমান সমাজের পরিব্যপ্ত ইতিহাসকে তিনি তাঁর কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসের মধ্যে এনেছেন। হয়তো সে ইতিহাস ইতিহাসের মতো করে উঠে আসেনি বরং তাতে আধুনিকতার রঙ মেশানো হয়েছে। কেবল কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসে নয় অন্যান্য উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলিতেও সমাজের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরেছেন। মুসলিম মেয়েদের সামাজিক ও মানসিক উৎপীড়ন, বঞ্চনা, নানারকম জীবন যন্ত্রণা যেমন আছে তেমনি আছে সমগ্র মুসলিম সমাজের অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের সমাজ কর্তৃক শোষণের নির্লজ্জ পরিহাস। এরই সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষা প্রসারের বিষয়টি ব্যঞ্জিত হয়েছে। কিছু কিছু মুসলমান শিক্ষিত পুরুষেরা যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ না করে কীভাবে ধর্মের নাম করে বিভিন্ন বিধিনিষেধ নারীকে দিয়ে পালনে বাধ্য করছে তার করুণ দিকও প্রতিফলিত। আবার কিছু পুরুষ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজকে প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি বলেছেন— "মেয়েদের উচ্চশিক্ষার হার কম থাকায় উচ্চ শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান ছেলেরা, মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করার ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখাচ্ছেন। উচ্চ শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করার প্রবণতা বেশি, চোখে পড়বার

মত নজির ছড়িয়ে আছে চারপাশে।" এই সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষার দিক তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজের লোকসংস্কৃতিগত দিককে তুলে ধরতে ভোলেননি। একটা সমাজকে পরিপূর্ণভাবে জানতে গেলে মূলত চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভর করতে হয়— সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত স্তম্ভ। আফসার আমেদ এই সমস্ত স্তম্ভ নিয়ে মুসলিম সমাজের যে অবয়ব গড়ে তুলেছেন তাঁর শিল্পমাধ্যমে তা এককথায় অনবদ্য— মুসলিম সমাজের দলিলও বলা চলে।

## গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

### আকর গ্রন্থ :

১। আমেদ আফসার, কিস্‌সা সমগ্র, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, মাঘ ১৪২২, দে'জ পাবলিশিং।

২। আমেদ আফসার, কিস্‌সা সমগ্র, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, মাঘ ১৪২২, দে'জ পাবলিশিং।

৩। আমেদ আফসার, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯, মাঘ ১৪০৫, দে'জ পাবলিশিং।

৪। আমেদ আফসার, সেরা ৫০ টি গল্প, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং।

৫। আমেদ আফসার, মুসলমান সমাজঃ নানা দিক, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং।

৬। আমেদ আফসার, ঘরগেরস্তি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২, স্বরলিপি।

৭। আমেদ আফসার, স্বপ্নসম্ভাষ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং।

৮। আমেদ আফসার, সানু আলির নিজের জমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং।

৯। আমেদ আফসার, বসবাস, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৮, বাক্‌শিল্প।

১০। আমেদ আফসার, আত্মপরিচয়, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯০, দে'জ পাবলিশিং।

১১। আমেদ আফসার, অন্তঃপুর, প্রথম প্রকাশ , কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং।

১২। আমেদ আফসার, ধানজ্যোৎস্না, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৩, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড।

১৩। আমেদ আফসার, সঙ্গ নিঃসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং।

১৪। আমেদ আফসার, ব্যথা খুঁজে আনা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৪, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড।

১৫। আমেদ আফসার, দ্বিতীয় বিবি, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং।

১৬। আমেদ আফসার, অলৌকিক দিনরাত, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং।

১৭। আমেদ আফসার, অশ্রুমঙ্গল, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০২, দে'জ পাবলিশিং।

১৮। আমেদ আফসার, প্রেমপত্র, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং।

১৯। আমেদ আফসার, জীবন জুড়ে প্রহর, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং।

২০। আমেদ আফসার, সেই নিখোঁজ মানুষটা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০২০, দে'জ পাবলিশিং।

২১। আমেদ আফসার, প্রথম প্রেম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, অক্ষর প্রকাশন।

### সহায়ক গ্রন্থ :

১। খাতুন আফরোজা, বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণ, কালের পুত্তলিকা, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, দে'জ পাবলিশিং।

৩। মুখোপাধ্যায় অরুণ, কালের প্রতিমা, পঞ্চম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং।

### পত্রপত্রিকা :

১। গাধা, আফসার আমেদ সংখ্যা, দে'জ পাবলিশিং।